৩।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

থানায় থানায় পাঠাগার

দেশের প্রতিটি থানায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের প্রশ্নটি সম্প্রতি জাতীয় সংসদে আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নীতিগতভাবে মেনে নিলেও একাজে অর্থ সংস্থানের অভাবের কথা বলেছেন। অর্থাৎ পর্যাপ্ত টাকাপয়সা থাকলে সরকার কাজটা করতেন। তবে বর্তমানে কতটা করা হবে, তা জানা গেল না।

বহুদিন থেকে এদেশে 'পাঠাগার আন্দোলন' বলে একটা কথা শোনা যাচ্ছে। পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দেশে প্রকাশিত বইপুস্তকের নিশ্চিত একটা বাজার সৃষ্টি হবে এবং মানসম্মত বই প্রকাশ বেড়ে যাবে। সরকার যদি প্রকাশনা শিল্পকে সহায়তা করতে চান, তবে প্রতিটি থানায় অন্তত একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করা উচিত।

পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কাজ সরকার এককভাবে করতে পারবেন না। স্থানীয় সমাজসেবক ব্যক্তি, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজটা করতে হবে। কোন একটি সরকারি দফতরের রীতিনীতি অনুযায়ী পাবলিক লাইব্রেরি পরিচালনা করা যে কঠিন কাজ, তার প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ, বই সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার পর একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার জন্য পাঠাগার চালু হয়নি এমন দৃষ্টান্তও স্থাপন করা হয়েছে। অতএব স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার নীতি প্রণয়ন করা উচিত।

বিগত সরকারের আমলে নির্বাচনকে সামনে রেখে তদানীন্তন সরকারি দলের সদস্যদের নির্বাচনী এলাকায় পাঠাগারের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা হয়েছিল। এসব পাঠাগারের অধিকাংশের অস্তিত্ব নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা আশা করব, এসবের পুনরাবৃত্তি বর্তমান সরকারের আমলে করা হবে না। অন্যদিকে, অর্থাভাব এবং কালের বিবর্তনে যেসব পাবলিক লাইব্রেরি জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে, সেগুলোকে নতুন জীবন দান করে সরকার পাঠাগার আন্দোলনকে জোরদার করতে পারেন।

শুধু গ্রামগঞ্জেই নয়, রাজধানীসহ বড় বড় শহরগুলোতেও পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে উঠছে না। প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র 'কম্যুনিটি সেন্টার' প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যায়। রাজধানীতে পাবলিক লাইব্রেরির অভাবের কথা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেকদিন থেকে বলে আসছেন। আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অথবা সিটি কর্পোরেশন এ ব্যাপারে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা এখনও বলেননি। আগের দিনে দানশীল অর্থশালী ব্যক্তিরা পাবলিক লাইব্রেরি গঠনের উদ্যোগ নিতেন। বর্তমানে অর্থশালী ব্যক্তিরা এ ধরনের কাজে কোন উৎসাহ দেখান না। অতএব সরকারকেই এগিয়ে আসতেহবে।

দেশের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষামোদী ব্যক্তি এবং 'কন্টিনিউয়িং এডুকেশনের' স্বার্থে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন করতে হবে। এটাও এক ধরনের বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের ফল সুদূরপ্রসারী। দেশের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত তরুণ-তরুণীরা একমাত্র পাবলিক লাইব্রেরি থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে জ্ঞান আহরণের সুযোগ পেতে পারে। বই পড়াটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিনোদনেরও উৎস বটে। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে যদি স্থায়ী কিছু করতে পারেন তবে তা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।